সুচারু জানে পুরো ব্যাপারটাই শুধুমাত্র সৌজন্য ছাড়া কিছু না। কেন না কুহুকে অপছন্দটা ভূমানন্দ লুকোতে পারেনি। নাটকের কথাও জিজ্ঞেস করল। হঠাৎই তুলল কথাটা। কী সুচারুদা, আপনাদের নাটক কবে?

কেন তুমি জানো না? সামনের রবিবার। সাতই মে।

আপনি নিমন্ত্রণ না করলে জানব কী করে?

কেকা বলেনি কিছু?

বলব কেন? আমি তো পরিচালকের নেমন্তন্নের অপেক্ষায় আছি।

সুচারু বেশ বুঝল কেকার কথাটা কায়দা করে এড়িয়ে গেল ভূমানন্দ। তবে এটা পরিষ্কার কেকা কিছুই বলেনি। ভূমানন্দকে অনেক করে নাটকের দিন আসতে বলে ফোন রেখেছিল সুচারু। ফোনটা রাখার পরও বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিল ও!

হল না। নিজেদের দাম্পত্যের চূড়ান্ত অসফলতার পর বড় আশা হয়েছিল। কেকা আর ভূমানন্দ দু'টি ছেলেমেয়েরই বেশ ভালো। নিশ্চয়ই মনের মিল হবে ওদের। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানেও ইচ্ছেপূরণের মন্ত্রটা কাজ করেনি। কেকাই হয়তো দায়ী। ওটা একটু পাগলি আছে তো! ভূমানন্দকে খুশি করতে পারল না। ভিতরে ভিতরে বরফ জমেছে। আর সে বরফ গলানোর ক্ষমতা সুচারুর অন্তত নেই। চিন্তাটা মাথা ঝাড়া দিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করল ও। হচ্ছে না। যা বোঝা যাচ্ছে নাটকের দিনটা পার না হওয়া অবধি কোনও টেনশনই যাবে না।

পর্ব সাত

রোদ্দুর

সল্টলেকের এই অঞ্চলটা ঠিক যেন কলকাতা নয়। ঘুম ভাঙলে মনে হয় অন্য কোথাও আছি। ভিড় নেই। যানজট নেই। ফাঁকাফাঁকা। বড় শহরের অংশ বলে কোনওভাবেই মনে হয় না। ট্রেনিং সেন্টারের সব কিছু মনোমতো হলেও মন বসছে না। মা–র জন্য ভিতরটা সবসময়ই অস্থির হয়ে আছে। চোখে ভাসছে আর একটা মুখও। সে মুখ রনিতার।

অবশ্য এর পিছনে একটা অন্য কারণ আছে। এই বাড়ি শহরের একপ্রান্তে। আসার পথে একটা রেস্টুরেন্ট কাম হোটেল পড়ে। সেন্টারের খাওয়া দাওয়া মন্দ না, তবু সন্ধে হলেই পায়ে হেঁটে একবার ওইদিকে ঘুরে আসে ও। ওই দোকানের বাইরের বড় দেওয়ালে সিনেমার পোস্টার সাঁটানো। সেখানে দু'দিন হল রনিতার মুখ ঝুলছে। না কোনও বিজ্ঞাপনে নয়। পোস্টারটা 'হলুদ–বসন্ত' নামে একটা সিনেমার। ওই ছবিটার নায়িকার রোলে আছে রনিতা। নতুন মুখ, তাই বড় ছবি। একেবারে দেওয়াল জোড়া। চেনা তবে একেবারে মুখস্থ হয়ে যাওয়া মুখের সঙ্গে একটু অমিল আছে। এই নায়িকার চুল কোঁকড়ানো, ঘাড় অবধি। কাঁধে ফিতে দেওয়া ছোট্ট একটুকরো কাপড়ের টপ্ আর জিন্সের প্যান্ট, পরে আছে রনিতা।

অন্ধকার নামলেই মন অস্থির হয়। রোজ একবার করে ওই রনিতাকে দেখতে ছোটে ঐহিক। ওর বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা রনিতার সঙ্গে এই মেয়েটার মিল কম হলেও টান কমে না। আশ্চর্য এটাই, ছবিটা দেখলেই মনে হয় ভ্রূ কুঁচকে এক্ষুনি রনিতা বলবে, আবার সেই পচা নীল শার্টটা পরেছিস? বলেছি না এটা আমার একদম ভালো লাগে না।

আর ঐহিক বলবে, তোর ভালো লাগে না তো কী হল? আমার তো লাগে।

নাঃ, রনিতাকে ভোলা বোধ হয় এ জন্মে সম্ভব হল না। মাঝেমাঝে বিদ্যুটে আশাটা উঁকি মারে। হঠাৎ করে এই চাকরিটা পাওয়ার মতো রনিতাও ফিরে আসে যদি।

এস.এস.সি.–র প্রস্তুতি নিতে নিতেই ডাব্লু.বি.সি.এস.–এর ফর্ম ফিল আপ করেছিল । চাকরিটা হবে ভাবেনি। রিটেনে কোয়ালিফাই করার পরও তেমন রেডি হয়নি। অথচ ইন্টারভিউ বিনা প্রস্তুতিতেই বেশ ভালো হল। একেবারে 'এ' ক্যাটিগরি! ক'জন পায়? এখন ট্রেনিং চলছে। চিঠিটা আসার পর একটা ব্যাপারই ভালো লেগেছিল খুব। মা ভীষণ খুশি হয়েছে। পিসি একটু খুঁতখুঁত করছিল। তুই যা ভুলোভালা, এত দায়িত্বের চাকরি। চারদিকে চোখকান খোলা রাখিস।

মা বরঞ্চ বলল, ভয় পেয়ে লাভ নেই। যা হওয়ার তা তো হবেই।

মায়ের কথাটা মাঝেমাঝে ভাবায় ওকে।

এখানে মাঝেমাঝেই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। সন্ধেবেলা বৃষ্টি হলে সবাই আড্ডা দেয়। গান বাজনাও করে কেউ কেউ। মেদিনীপুরের একটা ছেলে ভারী সুন্দর বাঁশি বাজায়। সেদিন বাঁশি শুনতে শুনতে কখন যে ও ব্যালকনিতে একা অন্ধকারে সেঁধিয়ে গিয়েছে, নিজেই টের পায়নি। ডিনারের বেল বাজতে চটকাটা ভাঙল।

মায়ের কথাটা মাঝেমাঝে ভাবায় ওকে। এখানে মাঝেমাঝেই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। সন্ধেবেলা বৃষ্টি হলে সবাই আড্ডা দেয়। গান বাজনাও করে কেউ কেউ। মেদিনীপুরের একটা ছেলে ভারী সুন্দর বাঁশি বাজায়। সেদিন বাঁশি শুনতে শুনতে কখন যে ও ব্যালকনিতে একা অন্ধকারে সেঁধিয়ে গিয়েছে, নিজেই টের পায়নি। ডিনারের বেল বাজতে চটকাটা ভাঙল

চারদিকে ইলেকশানের তোড়জোড় চলছে। আসার আগে হিরুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ও বলল, কিরে, চাকরি পেয়েছিস শুনলাম। খাওয়াবি না?

বল, কবে কোথায় খাবি?

কথাটা শুনে হিরু লজ্জা পেল খুব। ঠিক আছে ঠিক আছে। হবে কখন। তবে তোর সঙ্গে আমার জরুরি কথা ছিল একটা।

বলে ফ্যাল।

এভাবে হবে না। আমি আসব তোর কাছে।

কিন্তু আসার সময় তাড়াহুড়োতে হিরুর সঙ্গে আর দেখা হল না। কী কথা বলবে বলেছিল ও?

অনেক কিছুই হল না। মায়ের থরো চেকআপ করাবে ভেবেছিল। পিসির সমস্যাটাও মুলতুবি আছে। মায়ের কান এড়িয়ে ওরই মধ্যে একটু গুজগুজ করেছে পিসি। রিনিটা দিনদিন বড্ড বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। তোকে বললাম, তা কিছুই করলি না।

আমি কী করতে পারি বলো?

কেন? একটু কথা বলা যেত না।

তুমি ভাবছ কেন? রিনি খারাপ কিছু করার মেয়ে নয়।

কথাটা শুনে একটু চুপচাপ হয়ে গেল পিসি। তারপর কেমন থতিয়ে যাওয়া গলায় বলল, তাই তো জানতাম। কিন্তু এখন আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। তা ছাড়া তোদের ভালোমন্দের ধারণাটা আমাদের সঙ্গে একদম মিলছে না। সেটাই চিন্তার। সময়টা বড় তাড়াতাড়ি পাল্টে গেল!

(ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ অভি

রসেবশে

সিরিয়াস ব্যাপার

অরিন্দম ঘোষ

সকাল সকাল রতন এসে হাজির। রতনের একটা মুদ্রাদোষ আছে। কাউকে দেখা হলেই মুখ গম্ভীর করে বলবে, 'খুব সিরিয়াস ব্যাপার'।

রতন এককালে কলেজে আমার সহপাঠী ছিল। এখন কোনও এক প্রাইভেট কোম্পানির চাকুরে। ঘন ঘন অফিস কামাই করে। ওর চাকরিটাই যে এখনও টিকে আছে এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। বোঝাই যায় ওর অফিসের বস খুব শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু সুকুমার রায়ের ছড়ার মতো ওঁর মাথাও যে কোনওদিন খারাপ হবে না কেউ বলতে পারে না। অন্তত রতনের মতো দু'একটা কর্মচারী থাকলে মাথা খারাপ হতে বাধ্য।

রতন এসেছিল দশটা নাগাদ। দশটা মানে আমার কাছে খুব সকাল। আমি বেকার, কাজেই সকালে ওঠার তাড়া নেই, ফলে ওই সময়টায় আমি আধোঘুমে একটা ভালো স্বপ্ন দেখছিলাম। একটা কোনও ভালো মিষ্টির দোকানে বসে এক হাঁড়ি রসগোল্লা খাচ্ছি এ রকম একটা স্বপ্ন। রতন এসেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে বলল, 'ওঠ শিগগির, খুব সিরিয়াস ব্যাপার।'

আমি চোখ খুলে বেশ খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলাম রতনের মুখের দিকে। ঘুমচোখে চেনা মানুষকেও অচেনা লাগে। আমি বললাম, 'কে, বিমল নাকি?'

রতন বলল, 'বিমল না ছাই, আমি রতন। চিনতে পারছিস না নাকি?'

আমি চোখমুখে জলের ঝাপটা দিলাম। তারপর রতনকে চিনতে পারলাম। তারপর বললাম, 'কী হয়েছে? তুই এত সকালে কেন এসেছিস?'

রতন চোখ বড় করে বলল, 'এত সকালে কোথায়? ঘড়ি দ্যাখ, দশটা বাজে। এতক্ষণে কত লোকে রেডি হয়ে অফিসের জন্য বেরিয়ে পড়েছে জানিস?'

আমি বললাম, 'তুইও বেরিয়ে গেলি না কেন? আমি একটা ভালো স্বপ্ন দেখছিলাম, সেটার বারোটা বাজিয়ে দিলি।'

রতন বলল, 'রাখ তোর স্বপ্ন। এদিকে খুব সিরিয়াস ব্যাপার ঘটে গেছে'।

আমি বললাম, 'আমার ঘুমের থেকে আর কিছু সিরিয়াস হতেই পারে না। আমি কত ভালো একটা স্বপ্ন দেখছিলাম জানিস? আমার হাতে পুরো এক হাঁড়ি রসগোল্লা ছিল। আমার সামনে এসে দ্যাখ এখনও কিছুটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পাবি।'

রতন খুব লজ্জিত হয়ে বলল, 'তুই কি ঘুমোচ্ছিলি? আমি বুঝতে পারিনি।'

আমি বললাম, 'ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে ঘুমোচ্ছিলি কিনা এটা জিজ্ঞেস করা কতবড় অপরাধ জানিস? যাকগে, তোর সিরিয়াস ব্যাপারটা বল, শুনি। সংক্ষেপে বলবি।'

রতন বলল, 'এটা তো মুখে বলা যাবে না। তোকে হাতেনাতে দেখাতে হবে।'

আমি বললাম, 'হাতেনাতে দেখাতে হবে মানে? এটা কী ধরনের সিরিয়াস ব্যাপার?'

রতন বলল, 'তুই বুঝছিস না। একটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার ঘটতে চলেছে। সেটাকে আটকাতে হবে। না হলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'তার জন্য কী করতে হবে?'

রতন বলল, 'তোকে আমার সঙ্গে এক্ষুনি একবার জলপাইগুড়ি যেতে হবে।'

এইখানে বলে রাখি, আমার আর রতনের দু'জনের বাড়িই হল শিলিগুড়িতে। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'জলপাইগুড়িতে যেতে হবে কেন? তাছাড়া আমার কাছে টাকা পয়সা নেই।'

রতন বলল, 'টাকা পয়সা নিয়ে ভাবিস না, ও সব আমিই দেব। রেডি হয়ে নে, বেরিয়ে পড়ি। খুব সিরিয়াস ব্যাপার।'

আমি রতনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাসে উঠে রতনকে বললাম, 'আমাকে জানলার পাশের সিটটা দে।'

রতন বলল, 'কেন, তোর কি বাসে উঠে বমি করার স্বভাব আছে?'

আমি বললাম, 'ফাজলামি করবি না রতন। আমার এখন ঘুম পাচ্ছে।'

আসলে রতনকে আমি মিথ্যা কথা বললাম। ঘুম আমার মোটেই পাচ্ছে না। কিন্তু জোর করে ঘুমোতে হবে। যে স্বপ্নটা দেখছিলাম সেটা শেষ করা দরকার। স্বপ্নটা যখন ভেঙে গিয়েছিল তখন হাঁড়িতে শেষ দু'টো রসগোল্লা ছিল। সেগুলো খেতে হবে। কিন্তু ঘুমোনোর চেষ্টা করেও গোটা রাস্তায় ঘুম হল না। জলপাইগুড়িতে নেমে আমি রতনকে বললাম, 'এবার সিরিয়াস ব্যাপারটা বল।'

রতন ওর শার্টের পকেট থেকে একটা ওষুধের পাতা বের করল। তারপর একটা ট্যাবলেট জল দিয়ে গিলে বলল, 'কাল আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। মাথাব্যাথাটা বেড়েছিল।'

আমি বললাম, 'তারপর?'

রতন বলল, 'ডাক্তার ওষুধ লিখে দিয়ে বলল, খাওয়ার দেড়ঘণ্টা পরে খাবেন। তো আমি বুঝিয়ে বললাম, যে আমার দেওয়াল ঘড়িটা তিনদিন ধরে খারাপ, তা ছাড়া আমি তো মোবাইলও ইউজ করি না। তাই সময়টা একটু বুঝিয়ে বলুন। তো ডাক্তার বলল, ধরুন যদি শিলিগুড়িতে বসে সকালের খাবার খান, তাহলে এখান থেকে জলপাইগুড়ি পৌঁছাতে যতক্ষণ সময় লাগে সেইসময় বুঝে ওষুধটা খাবে। না হলেই বিপদ। তাই তো তোকে জলপাইগুড়িতে টেনে নিয়ে এলাম। সময় বুঝে ওষুধটা না খেলে কি সিরিয়াস ব্যাপার হয়ে যেত বুঝতে পারছিস তো?'

আমি বললাম, 'তা বুঝিনি আবার'।

রতনের এই অসামান্য সিরিয়াস ব্যাপারের নমুনা দেখেও ফেরার পথে ওকে ক্ষমা করে দিলাম। কারণটা আর কিছুই না, ও আমাকে ওখানে এক হাঁড়ি রসগোল্লা খাইয়েছে।

কথা বলে ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়। আমি কিন্তু স্বপ্নটা দেখছিলাম ভোরে নয়, সকালে। দিবাস্বপ্নও কি তাহলে সত্যি হয়? ভেবে দেখলাম, এটাও কিন্তু কম সিরিয়াস ব্যাপার নয়।

অঙ্কন ঃ অভি